030

15 MAR 1987
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং জাতীয় ঐতিহ্য

শামসুল করিম খোকন

সভ্যতার সূচনাকাল হতে প্রতিটি বিবেকসম্পন্ন মানুষ শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড হিসাবে আখ্যায়িত করে আসছেন। কারণ শিক্ষা মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করে। আদর্শ ও উদ্দেশ্যবিহীন শিক্ষা কোনক্রমেই সঠিক শিক্ষা হতে পারে না। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ চায় বৈষয়িক, মানসিক ও আত্মিক উন্নতি লাভ করতে। মাকড়সা যেমন নিজের নাভি থেকে সূতা বের করে জাল তৈরী করে তেমনি কোন জাতির সত্যিকার শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে সে জাতির প্রকৃতি ও জাতীয় সত্তার অন্তঃস্থল হতে। কোন জাতি যদি ধর্মহীন হয় তবে তার শিক্ষা ব্যবস্থাও অনুরূপভাবে গড়ে উঠে। আবার কোন জাতি যদি গভীর ধর্ম বিশ্বাসের নিগূঢ় বন্ধনে সার্বিক ক্ষেত্রকে ফুলে-ফলে সুশোভিত করতে চায় তাহলে সে জাতি তার ধর্ম বিশ্বাসের আলোকেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিন্যস্ত ও বিকশিত করার প্রয়াস পায়। এ ক্ষেত্রে ধর্মটি যদি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শনভিত্তিক হয় তাহলে এই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতির সামগ্রিক জীবনের বিকাশও সম্ভব হবে।

মানুষ হিসাবে মানুষের প্রতি যে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থাকা প্রয়োজন তা আমাদের এ শিক্ষার মাধ্যমে পাচ্ছি না বরং এ শিক্ষা আমাদেরকে শিখাচ্ছে কিভাবে অপরের হক আত্মসাৎ করে উদরপূর্তি করা যাবে, কিভাবে রাতারাতি পুঁজিপতি সেজে বাড়ী-গাড়ীর মালিক হওয়া যাবে, কিভাবে নিজের প্রতিপত্তি বাড়ানো যাবে, কিভাবে একে অপরের প্রতি প্রতিহিংসায় মেতে উঠবো ইত্যাদি। এছাড়া সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থার শিক্ষা দিয়ে মন-মগজে পুঞ্জীভূত করে দেয়া হচ্ছে শোষণের চিন্তাকে। জাতীয় চরিত্র গঠনের বিরুদ্ধ ভাবধারাসম্বলিত বই-পুস্তকের মাধ্যমে আমাদের মানসিকতাকে নৈতিক অধঃপতনের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। সৎ এবং চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলার পরিবর্তে চরিত্রহীনতার যাবতীয় পথ খুলে দেয়া হয়েছে এ শিক্ষায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও আজ দুর্নীতি চর্চার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখা যায় যে, র‍্যাগ-ডের নামে আদিম বর্বরতা, সহ-শিক্ষার নামে যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশার সুযোগ। দলাদলি, রক্তা-রক্তি ও মারামারির মাধ্যমে মানুষ গড়ার আঙ্গিনায় জ্ঞান চর্চা ও সৃজনশীলতার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। সহশিক্ষা নামক মরণ ফাঁদে পড়ে যুবসমাজের চরম অধঃপতন সূচিত হচ্ছে। তাই বলা যায় যে, আজকের এ শিক্ষার ধারা পরিবর্তন করে জাতির আশা-আকাংখার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ আদর্শ শিক্ষা-ব্যবস্থা তথা ধর্মের সংগে সম্পৃক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা চলু করা ছাড়া উন্নতির বিকল্প পথ নেই। অনেকে আবার এ ধরনের শিক্ষার নামে আঁতকে উঠে নাক ছিটকিয়ে ভেংচি কেটে বলতে পারেন যে, চৌদ্দশ বছর পূর্বের সেকেলে ব্যবস্থা আজকের যুগে চলতে পারে না। কেননা তাদের মতে, ধর্ম একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করে দেখলে তাদের দৃষ্টি খুলে যাওয়া উচিত। তাদের উপলব্ধি করা উচিত যে, ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে আজকের সমাজ, দেশ ও জাতি কোন ধরনের মানুষ উপহার পাচ্ছে, কি ধরনের মনষ্যত্ববোধ জাগ্রত হচ্ছে ধর্মবিহীন শিক্ষার ফলশ্রুতিতে? না পেরেছি আমরা বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী হতে, না পেরেছি দায়িত্ব সচেতন হতে। বরং কলুষিত জীবন গড়ে অন্যায়-অসত্যের পথে নির্দ্বিধায় পদচারণা করছি এবং স্রষ্টাকে করে চলেছি অস্বীকার। "হেসে-খেলে জীবনটা যদি চলে যায়" ধরনের মানসিকতা নিয়ে যাচ্ছে তাই করে চলেছি। জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে বিভ্রান্তি অতলান্তে সাগরে হাবুডুবু খেয়ে চলেছি। পার্থিব জীবন শেষে পরকালীন জীবনের জওয়াবদিহির প্রতি চরম ঔদাসীন্য, অন্যায়ের প্রতি নিঃশংক চিত্তে চালিত করছে আমাদের। তাই আমাদের চলার পথে চির সুন্দর কুসুম কলি আজ পরিপূর্ণরূপে রসে সুরভিত পুষ্পাকারে ফুটে উঠতে পারছে না।

এমনি অবস্থায় আমাদেরকে স্রষ্টার বিধানের দিকে তাকিয়ে দেখতে হবে। পবিত্র কুরআন শুধু মুসলমানদের জন্য ধর্ম গ্রন্থই নয়, সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য রয়েছে এতে অমূল্য সম্পদ। সমস্ত জ্ঞানের উৎস এই গ্রন্থ। যে জাতি যত এর মূল্যায়ন করেছে সে জাতি ততই বড় হয়েছে; উন্নতি লাভ করেছে।